

প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী  
(**First Aid Training Program**)

# আলোচ্য বিষয়

আজকের আলোচ্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ :

- প্রাথমিক চিকিৎসা কি
- প্রাথমিক চিকিৎসার লক্ষ্য/ উদ্দেশ্য
- প্রাথমিক চিকিৎসাদানকারীর গুরুত্ব
- প্রাথমিক চিকিৎসাদানকারীর করণীয় কাজ
- প্রাথমিক চিকিৎসাদানকারীর বর্জনীয় বিষয়
- প্রাথমিক চিকিৎসা বক্সে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং ব্যবহারবিধি।

# প্রাথমিক চিকিৎসা কি?

☺ একজন আহত/অসুস্থ ব্যক্তিকে সর্ব প্রথম যে সহযোগিতা বা সেবা প্রদান করা হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

☺ অন্যভাবে আমরা বলতে পারি কোন দৈব দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা আপদকালীন সময়ে কোন আহত/অসুস্থ ব্যক্তিকে ডাক্তারের নিকট অথবা হাসপাতালে বা অন্য কোন চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণের পূর্বে (পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার পূর্বে) তার অবস্থার যাতে অবনতি না ঘটে তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাকেই প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

# প্রাথমিক চিকিৎসার লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

প্রাথমিক চিকিৎসা লক্ষ্য/ উদ্দেশ্য হচ্ছে নিম্নরূপ-

- আহত বা অসুস্থ ব্যক্তির -
  - জীবন রক্ষার চেষ্টা করা।
  - অবস্থার যেন অবনতি না হয়।
  - চিকিৎসায় সহায়তা করা।

# প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুত্ব

- ☺ প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুত্ব অপরিসীম।
- ☺ ডাক্তার না আসা বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করা যাতে তার অবস্থার অবনতি না হয়।
- ☺ অনেক সময় সামান্য প্রাথমিক চিকিৎসাই তার জীবন রক্ষার জন্য পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।
- ☺ তাই সকলের প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

# প্রাথমিক চিকিৎসাদানকারীর করণীয় কাজ

- কী ঘটেছে খুঁজে বের করা ।
- ঠান্ডা মাথায় এবং দক্ষভাবে কাজ করা ।
- হাতের কাছে যা কিছু পাওয়া যাবে তা কাজে লাগিয়ে সেবা দেওয়া ।
- আহতকে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করা ।

# প্রাথমিক চিকিৎসাদানকারীর বর্জনীয় বিষয়

- নিজেকে ডাক্তার মনে করা ।
- আহতকে মৃত বলে ঘোষণা করা ।
- অজ্ঞান অবস্থায় রোগীকে কিছু খেতে দেয়া ।

# প্রাথমিক চিকিৎসা বক্সে কি কি সরঞ্জাম থাকে

প্রাথমিক চিকিৎসা বক্সে নিম্নোক্ত সরঞ্জাম / উপকরন রয়েছে -

১. ক্লোরোহেব্রিডিন (হেব্রিসল) দ্রবন
২. আয়োডিন (ভায়োডিন) দ্রবন
৩. স্যাভলন ক্রিম
৪. সিলভার সালফা ডায়াজিন (বার্নসিল) ক্রিম
৫. ডিসপজেবল (ওয়ান টাইম) ব্যান্ডেজ
৬. সার্জিক্যাল গজ (ষ্টেরিলাইজড ড্রেসিং)
৭. রোলার ব্যান্ডেজ (২" ও ৪")
৮. সার্জিক্যাল তুলা
৯. সার্জিক্যাল (মাইক্রো পোর) টেপ
১০. টর্নিকুয়েট (বন্ধনী)
১১. সিজার (কাঁচি)
১২. জামবাক / নিকস



# ওৱাল স্যালাইন

শৰীৰে পানি শূণ্যতা দেখা  
দিলে ওৱাল স্যালাইন দেয়া  
হয়।

পানি শূণ্যতাৰ কাৰণ -

- পাতলা পায়খানা
- বমি হলে



# জামবাক বা নিক্স

- মাথা ব্যথায় দেয়া হয় ।
- খেয়াল রাখতে হবে  
যাতে চোখে না লাগে



# স্যাভলন ক্রিম

কোথাও কাঁটাছেঁড়া হলে উক্ত  
স্থানে ব্যবহার করা হয়।



# স্যাভলন লিকুইড, হেব্রিসল সলিউশন

- রোগীর ক্ষত স্থানের চারপাশ পরিষ্কার করতে
- ড্রেসিং করার পূর্বে নিজ হাত পরিষ্কার করতে



# পভিডিন/ ভায়োডিন আয়োডিন

ড়াতস্থান পরিষ্কার করার কাজে  
এটি ব্যবহার করা হয় ।



# গজ

- ক্ষত স্থান থেকে রক্ত বের হতে থাকলে, রক্ত বন্ধের জন্য প্রথমে গজ দিয়ে চাপ দিতে হবে।
- ড্রেসিং করার সময় ড়াতস্থানের উপর এটি প্রথম দেয়া হয়।



# কটন

ড্রেসিং করার সময় ড়াতস্থান  
গভীর হলে গজের উপর এটি  
দেয়া হয় ।





# ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ / নিওস্ট্রিপ

১/২ ইঞ্চির চেয়ে ছোট ড়াতস্থানে এটি ব্যবহার করা হয় ।





# টর্নিকুয়েট

রক্ত বন্ধ  
করার জন্য  
টর্নিকুয়েট  
ব্যবহার করা  
হয়।



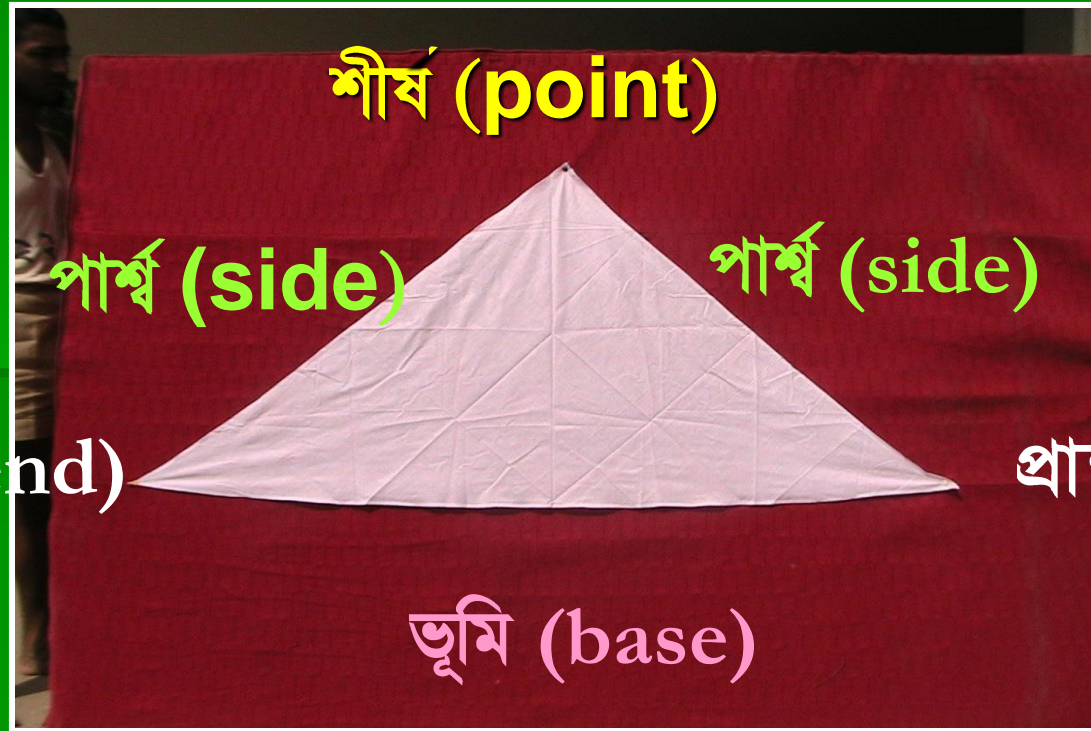
# সিঁজার

গজ, প্যাঁকেট ইত্যাদি কাটার জন্য সিঁজার ব্যবহার করা হয় ।



# ত্রিকোন ব্যান্ডেজ

কাঁধে বা হাতে ব্যথা পেলে বা ভেঙ্গে গেলে  
ত্রিকোন ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়।



# স্পিলিন্ট

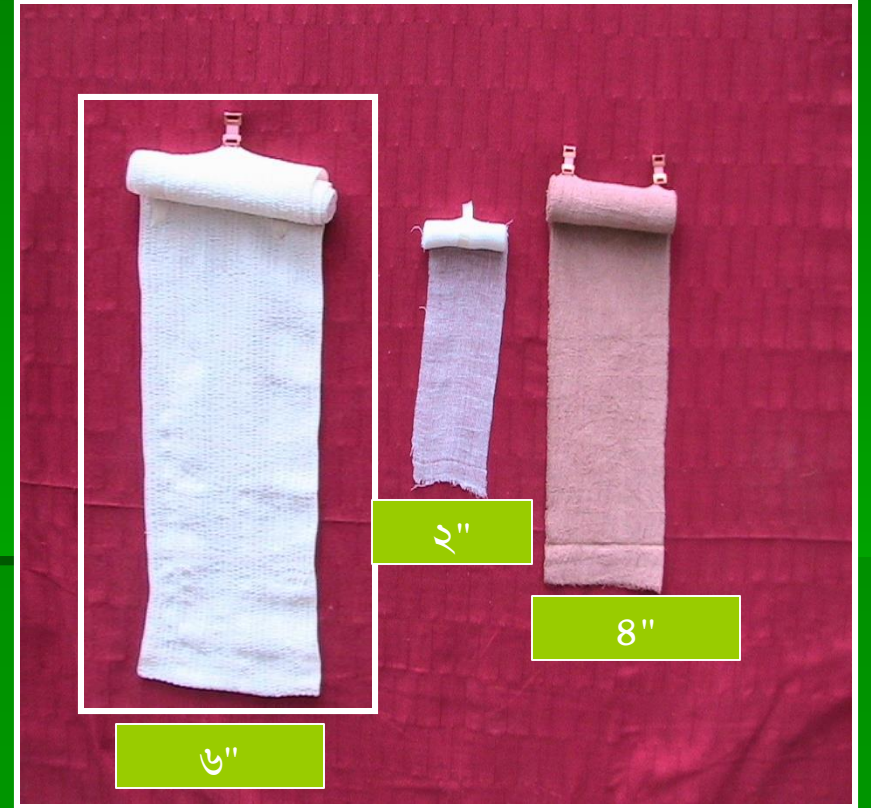
হাত, পা এর হাঁড় ভেঙ্গে গেলে হাত বা  
পায়ের ভাংগা অংশকে ঝাঁকুনি বা নাড়া চাড়া  
হতে রড়গা করার জন্য স্পিলিন্ট ব্যবহার  
করা হয় ।





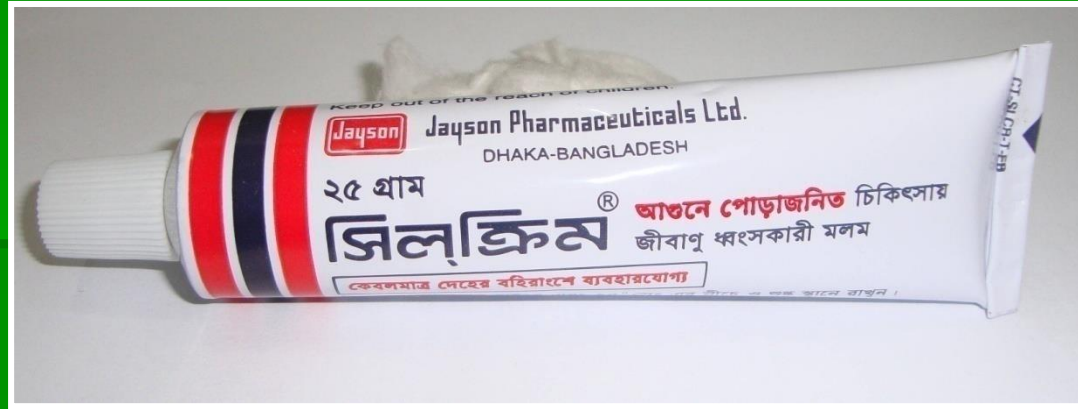
# রোলার ব্যান্ডেজ

যেকোন আঘাতের  
জায়গায় ব্যান্ডেজ  
করতে রোলার  
ব্যান্ডেজ ব্যবহার  
করা হয়।



# বারনল / সিলক্রিম

পুড়ে গেলে আক্রান্ত স্থানে বারনল বা সিলক্রিম ব্যবহার করা হয়।



# পুড়ার ধরন

- আগুন
- গরম পানি
- কারেন্ট / বিদ্যুৎ
- স্টিম ইত্যাদি



## সবশেষে করণীয়

অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শের  
জন্য রোগীকে ডাক্তারের কাছে  
যাওয়ার পরামর্শ দিতে হবে ।



Thank  
you

